

উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার, বেলাব, নরসিংদী এর

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

○ সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জন সমূহ (২০২১-২২ ও ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ অর্থবছর)

বাংলাদেশ এলডিসি পর্যায়ে উত্তরনের প্রেক্ষাপটে এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার প্রাণীজ আর্মিষের (দুধ, ডিম ও মাংস) চাহিদা মেটাতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিদ্যমান প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও জাত উন্নয়ন ক্ষেত্রে বেলাব উপজেলার অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

- সাম্প্রতিক অর্থবছর সমূহে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে যথাক্রমে লক্ষ প্রজননক্ষম গাভী/বকনাকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা হয়েছে। উৎপাদিত সংকর জাতের বাছুরের সংখ্যা যথাক্রমে ০.০৫১৩৪.০৪৮৬২, ০.০৮৫১০ লক্ষ।
- বিদ্যমান প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে যথাক্রমে ০.৯০৭৬১ কোটি গবাদিপশু-পাখিকে টিকা প্রদান করা হয়েছে এবং যথাক্রমে ০.০৪৮৬, ০.০৬২৫ ও ০.০৪২১৩০২ কোটি গবাদিপশু-পাখিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।
- খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধি, খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও খামার সম্প্রসারণে যথাক্রমে ০.০০৪৫৫১ ও ০.০০২৭০০.০০৩৬০০ লক্ষ খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ যথাক্রমে ৬৪ ও ৭০, ৭২ টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হয়েছে।
- নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণীজ আর্মিষ উৎপাদনে যথাক্রমে ১৪৪ ও ২১৭, ১৯২ টি খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরিদর্শন, ৩৫ ও ৪০ জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী (কসাই) প্রশিক্ষণ এবং ২, ৫, ৩ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।

○ সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

গবাদিপশুর গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্যের অপ্রতুলতা, আবির্ভাবযোগ্য রোগ প্রাদুর্ভাব, সূষ্ঠ সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থার অভাব, লাগসই প্রযুক্তির ঘাটতি, প্রণোদনামূলক ও মূল্য সংযোজনকারী উদ্যোগের ঘাটতি, উৎপাদন সামগ্রীর উচ্চমূল্য, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, খামারির সচেতনতা ও ব্যবস্থাপনাগত জ্ঞানের ঘাটতি, সীমিত জনবল ও বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

○ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাজার ব্যবস্থার সংযোগ জোরদারকরণ, পণ্যের বহুমুখীকরণ, নিরাপদ ও মানসম্মত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে। গবাদিপশু-পাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি, চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার আধুনিকীকরণ করা হবে। দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তির সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা হবে। প্রাণিপুষ্টি উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তির প্রসার, টিএমআর প্রযুক্তির প্রচলন, ঘাসের বাজার সম্প্রসারণ ও পশুখাদ্যের মান নিশ্চিতকরণে নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হবে। খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও উঠান বৈঠক কার্যক্রম জোরদারসহ প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতিমালার অনুসরণে মোবাইল কোর্টের আওতা বৃদ্ধি করা হবে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমূহ

- গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে ০.১১৭২৯ লক্ষ প্রজননক্ষম গাভী/বকনাকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনয়ন এবং ০.০৮৫১০ লক্ষ সংকর জাতের অধিক উৎপাদনশীল বাছুর উৎপাদন করা
- গবাদিপশু-পাখির রোগ প্রতিরোধে ৯.০৭ লক্ষ মাত্রা টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটানো হয় ও নজরদারি ব্যবস্থা জোরদারে ১০ টি ডিজিজ সার্ভিলেন্স পরিচালনা করা হয়েছে। রোগ প্রতিকারে ০.৪১ লক্ষ গবাদিপশু ও ৮.৫৬ লক্ষ পোল্ট্রিকে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধি, খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও খামার সম্প্রসারণে ৩৬০০ খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৭২ টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হবয়ছে।
- নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণীজ আর্মিষ উৎপাদনে ১৯২ টি খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরিদর্শন, ৪০ জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী (কসাই) প্রশিক্ষণ এবং ০৩ টি মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে।